বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ অক্টোবর ২০২১

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার
জন্য শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের
চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ
আর কিছু হতে পারে না।**

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আমি আশা করি, সকলের ঐক্য বদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাখাতে সরকারের ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়ন করে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে তুলে ধরতে পারব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্ষম হব।

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যাবলি

স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পূন:নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেল গঠনের নির্দেশনা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিআই (Directorate of Primary Instructions) এর অধীনে একটি প্রকৌশল ইউনিট গঠন করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত ও পূন:নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আদেশ বলে) হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে ৫৭১ জনবল নিয়ে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করা হয়। কালক্রমে এ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে 'শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ০৯টি সার্কেল ও ৬৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৪৮৯টি উপজেলা পর্যায়ে উপসহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নবসৃষ্ট পদসহ এ অধিদপ্তরের মোট জনবল ৩১৭৪ জন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া এ অধিদপ্তর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ সার্ভে ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যালয়ের নির্মাণ কাজও করে থাকে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মিত ভবনসমূহে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক টয়লেট, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্প ও সহায়ক টয়লেট রয়েছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় অঞ্চলভেদে নির্মিত পরিবেশ উপযোগী শিক্ষা অবকাঠামোসমূহে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার জন্য বজ্রপাত নিরোধকের ব্যবস্থা রয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই রকম সুবিধা থাকায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার পরিবেশ সমতা স্থাপিত হয়েছে। ফলে, নিরাপদ ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পথ সুগম হয়েছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, SDG-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সকল দরপত্র ইজিপি'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এর ফলে ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, দরপত্র কার্যক্রম অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সদা তৎপর। এ লক্ষ্যে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত Stake Holderগণ এবং Local supervision Committee নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের হালনাগাদ তথ্য খুব সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলাভিত্তিক সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য, প্রতিষ্ঠানের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও আসবাবপত্রের তথ্য সম্বলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে । ডাটাবেইজটি **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য"** নামে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে।

২০২০-২০২১ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঐতিহাসিক '৬-দফা'র ঘোষণাস্থল চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে '৬-দফা'র অনুলিপি ও '৬-দফা' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পোস্টারযুক্ত ছবিসহ একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ এবং মাঠের চারপাশে বিদ্যমান সীমানা প্রাচীরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে ময়দানের চারদিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।

৬-দফা মঞ্চ, লালদিঘী ময়দান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে ৬-দফা মঞ্চ এবং বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ছবিযুক্ত টেরাকোটা সম্বলিত সীমানা প্রাচীর।

- চাঁদপুর সরকারি কলেজ ভবনের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

চাঁদপুর সরকারি কলেজ

- বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ৭৭ হাজার ২ শত ১৫ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজেস্ব প্রকল্প ১৮টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৮টি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ৮টি প্রকল্প রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর রাজস্ব খাতের আওতায় প্রায় ২০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ এবং ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ভবনের মেরামত ও সংস্কার করা হয়।
- ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঢাকা শহরে ১১টি সরকারি স্কুল ও ৭টি সরকারি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খুলনা, বরিশাল ও সিলেট শহরে ৭টি নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে;
- ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি স্কুল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে;
- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, মৌলভীবাজার ও জয়পুরহাট জেলায় ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনঃ

হরিশ্বর তালুক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম

- "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনঃ

আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, মেহেরপুর

- “পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ছাত্রী হোস্টেলঃ

নির্মাণাধীন পাইকগাছা কৃষি কলেজের ছাত্রীনিবাস।

- “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনঃ

ময়মনসিংহ জেলা অফিস

- “বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন:

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

- “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,গোপালগঞ্জ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ:

- “মালিগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-এর উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মণাধীন ভবন:

প্রকল্পভুক্ত নির্মাণাধীন মালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫তলা একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন

- “কুমিল্লা জেলার লালমাই ডিগ্রি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনঃ

লালমাই ডিগ্রি কলেজ, কুমিল্লা

- "মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ এর অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনঃ

নির্মাণাধীন সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ৫তলা ভিতবিশিষ্ট ৫তলা ২টি একাডেমিক ভবন

- "নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ফেনী জেলার দু-টি সরকারি এবং দু-টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন (১ম সংশোধিত):

সোমপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, চাটখীল, নোয়াখালী

- “শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পঃ

একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল, সরকারি এম. এম. কলেজ, যশোর

- “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পঃ

দেবোত্তর ডিগ্রি কলেজ, আটঘরিয়া, পাবনা

সাইক্লোন শেল্টার: মুন্সিগঞ্জ কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

"তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকায় নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার।

- "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

সাইক্লোন শেল্টার: দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- "৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্প:

সাইক্লোন শেল্টার: চালনা বন্দর মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মংলা, বাগেরহাট

- "নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

গোলাম রহমান শাহ্ ফাজিল মাদ্রাসা, খানপুর, দিনাজপুর।

- "সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইএসডিপি)" শীর্ষক প্রকল্প:

সৌলরী এসইএসডিপি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

- "১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

ভেড়ামারা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

- "ঢাকা শহরের সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

- মুজিব বর্ষে শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। পিএসসি'র মাধ্যমে ৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ইতোমধ্যে ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলী যোগদান করেছেন এবং আরও ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুলিশ প্রতিবেদন সমাপনান্তে শিঘ্রই তাদের যোগদান কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া পিএসসি কর্তৃক ৩৬১ জন উপসহকারী প্রকৌশলীর নিয়োগের লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২৬৫টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লিখিত পরীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

নির্মাণাধীন প্রধান কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রথম স্থান অধিকার করে।